রেজি নং ডিএ : ৮১৪
বর্ষ : ১৮, সংখ্যা : ১৯৯
ঢাকা : বৃহস্পতিবার
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০
৭ ফাল্গুন ১৪২৬
২৫ জমাদিউস সানী ১৪৪১

কালবেলা
একটি দায়িত্বশীল দৈনিক ● THE DAILY KALBELA

কৃষি বিজ্ঞানী ড. মোঃ খোরশেদ আলম

নতুন উদ্ভাবিত আলুর জাত বারি-৩৭, ৪০ ও ৪৬ এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : নতুন আলুর জাত বারি-৩৭, ৪০ ও ৪৬। এ জাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এ জাতের আলু ফলনও বেশি। সার কম প্রয়োগ করতে হয় এবং পরিবেশ দুষণ কম হয়। গজারিয়া উপজেলায় বেশ কিছু কৃষকের মাঝে এ আলুর বীজ দেওয়া হয়েছে এবং প্রদর্শনী মাঠে আলু রোপন করা হয়। এ বীজে বেশ ভাল উৎপাদন

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

হয়েছে। অপরদিকে ডায়মন্ড আলুর জাত হলো বারি আলু-৭ ও ৮ যাতে প্রচুর পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হয় এবং ফলনও কম হয়। ডায়মন্ড আলুতে দাদ, লাভি দশাসহ বেশ কিছু রোগ হয়ে থাকে। যাতে বেশি মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। বারি আলু-৩৭, ৪০ ও ৪৬ জাতের প্রতি মুন্সীগঞ্জের আলু চাষীরা উৎসাহিত হচ্ছে। তবে মুন্সীগঞ্জে লাল আলুর প্রতি চাষীদের একটি অনিহা রয়েছে। লাল আলুর দাম, উৎপাদন ও চাহিদা বেশি। তবে বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে লাল আলুর চাষ বেশি হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত বারি-৩৭, ৪০ ও ৪৬ জাতের গবেষক ড. মোঃ খোরশেদ আলম দৈনিক কালবেলার জেলা প্রতিনিধি মোঃ রুবেল এর সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, মুন্সীগঞ্জের নতুনগাঁ এলাকায় কন্দাল ফসল গবেষণার জন্য ১১ একর জমি রয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় এবং অন্যান্য এলাকার চেয়ে উচু হওয়ায় গবেষণার জন্য সঠিক হিসাব মিলানো যায় না। আর এ গবেষণার জন্য মহাপরিচালক ও মন্ত্রনালয়ে ৫০একর জমি ক্রয় করে একটি গবেষণা লব্দ চাষ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছি। এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে কাঁটাখালি এলাকায় জমি বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মুন্সীগঞ্জ কন্দাল অফিসে জনবল নেই বললেই চলে। জনবলের অভাবে গবেষণা কাজ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বর্তমানে কন্দাল অফিস এলাকায় ১১ একর জমির উপর আলু চাষের গবেষণা করা হয়। এটা উচু জমি। বর্ষায় পানি আসে না। বর্ষায় যে সব জমি পানির নিচে থাকে সেসব নিচু জমিতে গবেষণা করে আলু বীজ লাগানো গেলে বেশি ফলন আসবে। বিভিন্ন জাতের আলু বিশেষ করে বারি-৩৭, ৪০ এবং ৪৬ আলু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে এবং সারের বেশি প্রয়োজন হয় না। অল্প খরচে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। বিদেশেও আলুর চাহিদা রয়েছে। অনুর মাধ্যমে গ্লুকোজ ডি, পটেটো চিপস এবং বিভিন্ন প্রকার আলু খাদ্য উৎপাদন করে বাজারজাত ও বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ড. খোরশেদ আলম কন্দাল অফিসে যোগদান করে নতুন পরিবেশ গঠণ, অফিসের উন্নয়ন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ দুষণ মুক্ত করেন। মৎস্য চাষেরও ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও ফলের গাছ লাগিয়ে ফল গাছে ফল আনার প্রক্রিয়া শেষ করেন। মন্ত্রনালয়ে যে আবেদন রেখেছেন তা তড়িৎ গতিতে সম্পাদন করা হলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখবে এবং কৃষকের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে হবে বলেও তিনি মনে করেন। এছাড়াও কৃষি বিপ্লব আনয়নের জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করারও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।